গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা | মঙ্গলবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫০, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৭ | মূল্য—এক আনা

১৫ই আগষ্টের—

কলঙ্ক ঘুচাও

সাতচল্লিশের ১৫ই আগষ্ট যবনিকার অন্তরালে কংগ্রেস লীগ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিলিত চক্রান্ত, ভারতীয় জনতার কাছে এক দুর্যোগের দিন। সেদিন দীর্ঘ সংগ্রামের মোড় জনগণের অপ্রস্তুতির সুযোগে নেতাদের ষড়যন্ত্রের পাশে বাঁধা পড়ল। বড় বড় কথার আড়ালে জাতীয় জীবনে বিদেশীর পরিবর্তে দেশীয় ধনিক মালিকের শাসন ও শোষণ নেমে এল। ধনিক মালিক জমিদার মহাজনদের স্বার্থে দেশ বিভাগের নীতি প্রতিশ্রুতির আড়ালে চালিয়ে নিল। দেশের সাধারণ মানুষকে কংগ্রেসী নেতারা শেখাল স্বাধীন দেশের অভাব থাকবে না, শ্রমিকের মজুরী বাড়বে, মাথা গোঁজার জায়গা হবে, শিল্প তার নিজের হবে। চাষীকে সুখী করার জন্যে জমিদারদের দিন ফুরিয়ে এল বলে, চাষী এবার জমির মালিক হবে, দুর্ভিক্ষ এবার দেশ থেকে বিদায় নেবে, মধ্যবিত্তের চাকরী মিলবে, সংসার শান্তিময় হবে, বেকারীর দিন শেষ হবে, উদ্বাস্তুর ব্যথা স্বাধীন দেশ বুঝবে, মাথা গোঁজার ও জীবিকার ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পরে কংগ্রেস ও লীগ মিলিতভাবে দেশের বড়লোক জমিদারদের স্বার্থ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ নিয়ে চলতে গিয়ে জনগণের স্বার্থ প্রতি পদেই বলি দিয়ে চলেছে।

আজ ক বছরে দেশজোড়া সাধারণ মানুষের মন অসন্তোষে ভরে উঠেছে। শ্রমিকের মজুরী কমেছে, ছাঁটাই হচ্ছে, এমন কি তার মূল গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকেও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বিলগুলিতে, জমিদারী প্রথা উঠেনি, বরং তাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। চাষী মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। দুর্ভিক্ষ বিদায় নেয়নি, জেঁকে বসেছে। মধ্যবিত্তের ছেলের চাকুরী জোটেনি, উপরন্তু পুরোণ চাকুরেদের চাকুরী যাচ্ছে। দেশে বেকারী নিঃশেষ হয়নি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি হয়নি, তারা ফুটপাথে গাছের তলায় মরছে অনাহারে। তাদের মান ইজ্জত নিয়ে উভয় ডোমিনিয়নই জুয়া খেলছে। দেশীয় পুঁজিপতিরা নির্বিবাদে শোষণ করছে, মুনাফা তারা লুটছে বিনা বাধায়। সাধারণ মানুষ যখনই দল গড়েছে, অভিযোগ করেছে, দাবী তুলেছে, জবাবে তারা পেয়েছে গুলি, গ্যাস আর লাঠি।

ত্রিশক্তির চক্রান্ত আজ দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়ে এসেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যারা নেতাদের কথায় ও হাবভাবে মনে করেছিল যে এবার ভারতবর্ষ সত্যই স্বাধীন হবে, তাদের স্বপ্ন প্রতিদিনের ঘটনা ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে।

আজ আর সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হয় না যে, আড়ম্বরের আড়ালে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ৪৭এর ১৫ই আগষ্ট এক কলঙ্কের দিন হিসাবে এসেছে। ৪৭এর ১৫ই আগষ্টকে ভারতবাসী মনে রাখবে বিশ্বাসঘাতকতার তারিখ বলে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের তারিখ বলে, শত্রুকে চিনে নেওয়ার দিন বলে।

কলঙ্কিত ১৫ই আগষ্ট এবার চার বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ তিন বছরের অভিজ্ঞতা জাতীয় মুক্তি-কামী সংগ্রামী বামপন্থী শক্তিদের সচেতন হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দল মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের" নির্দ্দেশ দিচ্ছে। এই নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হোন, ১৫ই আগষ্টের কলঙ্ক চিরতরে মোছাবার জন্যে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করুন ১৫ই আগষ্টের সমস্ত চক্রান্ত মালিকদের সর্ব্বাকার দুরভিসন্ধি গণ আন্দোলনের আঘাতে চূর্ণ করব। সুখী সমাজতান্ত্রিক ভারত গড়ার কার্য্যক্রম মিলিত কর্মসূচীর মারফৎ সার্থক করব।

বাস্তহারার পুনর্বসতি চাই

মাউণ্ট ব্যাটেন রোয়েদাদ মেনে নিয়ে দেশ ভাগ স্বীকার করে কংগ্রেস ও লীগ কর্ত্তারা দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে বাস্তহারাদের কোন অভাব অভিযোগ থাকবে না। তাদের পূণর্বসতি দেওয়া হবে, তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সর্ব্বোপরি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের রাষ্ট্র দায়ী থাকবে।

নেতাদের কথায় জন সাধারণ সেদিন মনে করেছিল যে সহায় সম্বলহীন মানুষের জীবন নিয়ে আর যাই হোক নেতারা এতবড় অবিচার করবেন না। সে দিনও একথা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি যে, যাঁদের স্বার্থে নেতারা ক্ষমতা পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, ক্ষমতা পেয়ে সেই বড় লোকদের স্বার্থের খাতিরেই আপমার জনতার কথা ভুলতে তাদের একদিনও লাগবে না। তাই ক্ষমতা হাতে পেয়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতিই আজ বেমালুম ভুলে বসেছে। উপরন্তু নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জনতাকে উত্তরোত্তর শোষণের যাতাকলে পিষ্ট করে ধনিক মালিকের মুনাফার পাহাড় গড়তে দিয়ে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি তথা মজুর কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনের মান কমিয়ে—বেকারীও ছাঁটাই এর হার বাড়িয়েই চলেছে। তাই সাধারণ মানুষের অসন্তোষ যখনই দানা বেঁধে উঠেছে তার আতংকে পুলিশ, মিলিটারীর অত্যাচারও যখন তাল সামলাতে হিমসিম হয়ে গেছে—রক্ষায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে কসুর করেননি নেতারা। ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একটুও লজ্জা হয়নি নিঃসহায় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা হরণের অপরাধে।

ধনিক রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী কংগ্রেসী সরকার শ্রেণী স্বার্থের খাতিরেই হাজার হাজার মানুষকে ভিটে মাটি ছাড়া করে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছে আর আধা ধনিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক লীগ এর পাকিস্থানী রাষ্ট্র কায়েদে আজমের শিক্ষায় এমন শিক্ষাই দিয়েছে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী যে কোন কমিশন বা চুক্তির আশ্বাসই আজ আর তাদের সাতপুরুষের ভিটের মায়া দেখাতে সাহস যোগাবে না।

এদিকে উভয় ডমিনিয়ন এর বাস্তহারাদের অবস্থা এক অবর্ণনীয় আকার ধারণ করেছে। সরকারী বা বেসরকারী বাস্তহারা আস্তানাগুলোর সদুরের তথাকথিত শুচিতার আড়ালে এমন কোন অশুচিবাদ নেই যা না হচ্ছে। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এ রকমের দুর্নীতি ইতিহাসে বিরল।

পুনর্বসতির নামে তাদের পাঠানো হয়েছে সুদূর আন্দামানে, আসামে উড়িষ্যায় যেখানে তারা সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ও অনিশ্চিত বেষ্টনীর মাঝে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাদের সেখানে পাঠানোই হয়েছে, আর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। রেশন তাদের বন্ধ হয়েছে। যাতে বড়লোকদের দুর্নীতির খোরাক হ'তে বেগ পেতে না হয়। এছাড়া শেয়ালদা ষ্টেশনে, রাণাঘাটে, কলিকাতা আর সহরতলীর বহু জায়গায় ফুটপাতে গাছের তলায়, পাটের গুদামে বা পোড়ো বস্তিতে কোন রকমে রাত কাটায়। এর মধ্যেও আবার জমিদার, বাড়ীওয়ালা ও পুলিশের মিলিত হুমকি আসে, তাদের যে সব জায়গা থেকে তুলে দেওয়া হবে বলে। শেয়ালদা

(২য় : পৃ ৪র্থ কলমে দেখুন)

★ দেশবাসীকে ভুখা রেখে মেকী স্বাধীনতার নির্লজ্জ উৎসব-আয়োজন ★

শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যে শিক্ষাপ্রথা চালু করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, তা'র শোষণকে বজায় রাখবার জন্য কতকগুলি কেরানী তৈরি করা। তাই সে গণ-শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেনি। ইংরেজের শোষণ যন্ত্রটিকে দখল করে ভারতীয় পুঁজিবাদী সরকার সেই একই পথ ধরে চলেছে। আজ আর সে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করতে চায়না। পাছে তারা স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরীর দাবী করে, আর চাকরী না পেয়ে পাছে তারা সরকারবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তাই শিক্ষার মান উন্নত করার নামে প্রতি বছর পরীক্ষায় পাশ করানর হার কমিয়ে আনা হচ্ছে। শিক্ষার মান উন্নত করা এই পথে সম্ভব নয় যতক্ষণ না গণশিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে; শুধু তাই নয়, আজ পূর্ব্ববঙ্গ হতে আগতদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায়ও প্রতি কলেজে ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। তাও আবার বিশেষ বিশেষ লোকের সুপারিস ভিন্ন ভর্ত্তি করা হবে না। অর্থাৎ সাধারণ গরীব গেরস্থ যাদের সুপারিস করার কেউ নেই, তাদের শিক্ষা পাওয়ার কথা দূরের ব্যাপার। 'বড়-লোকের দুলাল ছাড়া কেউ' উচ্চ শিক্ষার স্বাদই পায় না। অর্থাৎ এক কথায় (কংগ্রেসী) সরকার গণ-শিক্ষা চায় না। চাইতে পারে না। যত বেশী সংখ্যক লোক অশিক্ষিত বা 'অর্দ্ধশিক্ষিত থাকবে, তত বেশি করেই ধনিক রাষ্ট্রে পাহারাদার সৈন্য পেতে এবং গণ জাগরণকে দাবিয়ে দিতে সুবিধা হবে।

তাই শিক্ষা সংকোচের ঘৃণ্য নীতি নিতে কংগ্রেসী সরকারের বাধে না। এই ঘৃণিত চক্রান্ত রোধ করার জন্য ছাত্র সমাজের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশি। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর জন্যে সম্মিলিত আন্দোলন পরিচালনার ভার নিয়ে এগিয়ে আসুন। সম্প্রতি যে শিক্ষা সংকোচ বিরোধি কমিটি বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে—একে শক্তিশালী করুন সমস্ত বিভেদ ভুলে, ছাত্রদের মানুষ হওয়ার দুরপণেয় বাধা অপসারণে এগিয়ে আসুন—কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকারকে বুঝিয়ে দিন ছাত্রদের নিয়ে ছেলেখেলা চলবে না—শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি সহ্য করবো না।

ভুখা চাষী দুর্ভিক্ষে মরতে চায় না

কংগ্রেসী সরকারের হিসাব অনুসারে দেখা যায় চাষীর হাতে এক ফালিও জমি নেই, ঋণে তাদের নাক পর্য্যন্ত ডুবে আছে। ঋণ তারা উত্তরাধিকারে সূত্রে ঘাড়ে নিয়ে আসছে। কংগ্রেসী সরকারের কল্যানে তাদের ঘরে সারা বছরের চাল থাকেনা। এর ওপর চালের দর বাড়তে বাড়তে ৪৫৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুর্শিদাবাদে ইতিমধ্যেই ৬৫৲ টাকা চালের দর উঠেছে! এর ওপর আজ দেশজোড়া বেকার। তা'র ওপর চলেছে হাজারে হাজারে ছাটাই। বাস্তহারা সমস্যা তো আছেই।

'৪৩ এর দুর্ভিক্ষে সারা বাংলার ভুখা চাষী কাতারে কাতারে প্রাণ দিলেও নেতাদের দুর্ভিক্ষের মর্ম্মান্তিক গ্লানি সম্বন্ধে সজাগ করতে পারেনি। তাই আজও দেখতে পাই শুধু বাংলায় নয় ভারতের আরও কয়েকটি প্রদেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনিয়ে আসতে দেখেও কাগজী বিবৃতি ও আধপেটা মানুষের রেশনের বরাদ্দ আরও কমানো ছাড়া কার্য্যকরী কিছুই করছেননা নেতারা। মুর্শিদাবাদে পাঁচ হাজারের ভুখা মিছিল যে সংকেত দিয়েছে তারই প্রতিধ্বনি করে সাধারণ মানুষ, গ্রামের চাষী যদি হাতে জমি চায়, সারা বছরের খাবার মত ফসল চায়, ঋণ মকুব করার দাবী তোলে ত' তাদের দেশদ্রোহী বলে, লাঠি, গুলির জোরে স্তব্ধ করতে এগিয়ে আসবেন তারা। দু'একটা মিছিল হয়তো কোন কোন জায়গায় ঠেকানো যেতে পারে কিন্তু দুর্ভিক্ষ যারা ডেকে আনছে—চোরাকারবারী, মুনাফাখোর ও সবচাইতে বেশি ভুমি সংস্কারে অনিচ্ছুক কংগ্রেসী সরকারের জবাব দিতেই হবে। সে জবাব দু'একটা ভুখা মিছিলেই পাওয়া যাবেনা—তা'র জন্য প্রয়োজন দুর্ভিক্ষ তার সর্ব্বগ্রাসী রূপ নিয়ে নেমে আসার আগেই—ভুখা চাষীর কিষাণ সংগঠন—তাই সংযুক্ত কিষাণ আন্দোলনকে জোরদার করে বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও

সর্ব্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব

দুনিয়ার মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণী আজ দিকে দিকে মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ছে। ভারতে শ্রমিক শ্রেণী কি পিছিয়ে থাকবে? এর উত্তর এক কথায় বলা চলে, শ্রমিক শ্রেণী মানব সমাজের অগ্রগতির ধারক বাহক। তাই সমাজের অগ্রগতিও যেমন নিশ্চিত তেমনি শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতিও। আর এই অগ্রগতিকে ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে, দুনিয়ার ধনিকদের সাথে ভারতের কংগ্রেসী সরকার।

ধনিক রাষ্ট্রের গলিত কাঠামোকে সমাজ প্রগতির আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য সরকার নিজেই আক্রমণ সুরু করেছে তার বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে। তা'র আজ প্রধান লক্ষ্য হোল শ্রমিকশ্রেণী। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির দর বাড়িয়ে অথচ সেই অনুপাতে শ্রমিকের মজুরী না বাড়িয়ে উপরন্তু তাদের শোষণের হার বাড়িয়ে পুঁজিপতিদের মুনাফার হার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তাই শ্রমিকরা যখনই কংগ্রেসী সরকারের পুঁজিবাদী নীতির প্রতিবাদ করে, বাঁচাবার দাবী নিয়ে রুখে দাঁড়ায়, অমনি অহিংস সরকারের বুলেট ছেদা করে দেয়, ওদের হাড় সার বুক। তাতেও এরা সন্তুষ্ট নয়, কারণ এরা জানে, শ্রমিকশ্রেণী রক্ত বীজের ঝাড়—তারা আজন্মকাল বিপ্লবী, তাই তাদের একতায় পুঁজিপতি রাষ্ট্রের এত ভয়। এদের এই একতায় ভাঙ্গন ধরাবার জন্য কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—ধনিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ দালালীর জন্য। আর প্রত্যক্ষ দালালী ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথেই দেখা দেয় সমাজতন্ত্রের মুখোস পরা ভারতের সোস্যালিষ্ট পার্টি। মুখে শ্রমিক প্রীতি দেখিয়ে পেছন থেকে ছুরি মারার দক্ষতা এরা অর্জন করেছে বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক আন্দোলনের কুখ্যাত সোস্যাল ডেমোক্রেটদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আজ এদের মুখোস খসে পড়েছে শ্রমিকদের কাছে। তাই, সরকার আরও কঠিন পথ ধরেছে ফ্যাসাবাদী কায়দায়। প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়ন ও লেবার রিলেসান্স বিলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সীমাবদ্ধ করে ধর্ম্মঘট বেআইনী করে অর্থাৎ বেঁচে থাকাই বে আইনী হতে চলেছে কংগ্রেসী আমলে।

ভারতবর্ষের শ্রমিক সংহতির এইসব প্রত্যক্ষ বিরোধী শক্তি ছাড়া যারা শুধু সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদীতে, সমাজতন্ত্রী হওয়ার সখ মেটাতে না পেরে একটা করে 'বিপ্লবী' বা 'বৈপ্লবিক' শব্দ যোগ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে এসেছে তাদের দলীয় সংকীর্ণতা ও ট্রটস্কীপন্থী অতি বিপ্লবী বাক্যবাগিশতা শ্রমিক আন্দোলনে আর একটি বিভেদের সূচনা করেছে।

এই সব দক্ষিণ ও বামপন্থীর বিভ্রান্তি কাটিয়ে শ্রমিক সংহতি গড়াই আজকের ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান কাজ। এর যথাযথ উত্তর শ্রমিক কর্মী ও সংগঠকদের সংযুক্ত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে দিতেই হবে।

সংযুক্ত শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার মারফৎ শ্রমিক সংহতি গড়ে তুলুন—সচেতন, সংগ্রামী সর্ব্বহারা মজুর শ্রেণীকে মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড় করান; মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বের সামনে প্রতিক্রিয়ার সমস্ত বাধা কাটিয়ে মুক্তি আন্দোলনের প্রশস্ত ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জয়যুক্ত হবেই।

দুর্ভিক্ষ রোধ করার কঠিন পথ নিয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তুলুন সারা ভারতের ক্ষেত ও খামার জুড়ে। আর সংযুক্ত কিষাণ আন্দোলনকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য গ্রাম ও মহকুমার ভিত্তিতে কিষাণদের গণকমিটি গড়ে তুলুন। সংযুক্ত কিষাণ সভা ও গণকমিটিই জমিদারী প্রথা ও দুর্ভিক্ষের হাত হতে মুক্ত করতে সক্ষম।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ষ্টেশনে সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ায় এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য বন্ধ হওয়ার ফলে কয়েক হাজার বাস্তহারা মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক দিনই চল্লিশ-পঞ্চাশজনের মৃত্যু সংবাদ আসছে। শুধু তাই নয়, এই সব নিঃস্ব মানুষ যখন শুধু বাঁচবার আর থাকবার সামান্য দাবীটুকু জানিয়েছে, অমনি পুলিশের লাঠি, গুলি আর টিয়ার গ্যাসের ঝাঁক এসে তাদের স্তব্ধ করে দিচ্ছে। কংগ্রেসী সরকার আজ প্রমাণ করেছে, এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকতে বাস্তহারা সমস্যার সমাধান নেই।

এই মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তহারারা আজ বুঝতে পেরেছে যে সংঘবদ্ধ না হলে বাঁচার আর কোন উপায় নেই। দলমত নির্ব্বিশেষে বাস্তহারা পুনর্ব্বসতি, শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থার দাবীতে তাই সংযুক্ত আন্দোলনের ডাক এসেছে। এর প্রস্তুতি গড়ে উঠেছে বাস্তহারা সংগঠনের মারফৎ। এর সার্থক পরিণতিই প্রতিশ্রুতি ভংগের উপযুক্ত জবাব দেবে। তাই কংগ্রেস লীগের সৃষ্ট বাস্তহারা শিবিরগুলোকে সংগ্রামী সৈনিকের শিবিরে পরিণত করুন

ট্রুম্যান-এটলি-নেহেরু কোম্পানি

ভারতবর্ষ ইঙ্গ মার্কিণ যুদ্ধ শিবিরে না শান্তি শিবিরে

আজকের পৃথিবী যখন স্পষ্ট ভাবে দুই শিবিরে বিভক্ত তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দুটি শিবিরের যে কোন একটিতে যোগ দিতেই হবে। পুঁজিবাদী দুনিয়া যখন অনুভব করছে, আস্তে আস্তে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তখন সে একটা প্রাণপণ চেষ্টা করবে, পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাই সে আর একটা যুদ্ধের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যুদ্ধের দামামা বাজছে। আর একদিকে সোভিয়েটের নেতৃত্বে সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলি শান্তির লড়াই চালিয়েছে, ইঙ্গ মার্কিন জোটের যুদ্ধবাদী রূপটাকে ফাঁস করে দিচ্ছে। আর এই বিভক্ত দুনিয়ায় নিরপেক্ষতার বুলি আওড়ান হচ্ছে ধাপ্পা দেওয়া। নিরপেক্ষতার কথা তারাই বেশি প্রচার করেছে, যারা নিরপেক্ষতার আড়ালে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সঞ্চয় করে বাস্তবক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদকেই সমর্থন করবে। কংগ্রেসী সরকারের বৈদেশিক নীতি ও তাই নিরপেক্ষতার নামে ইঙ্গ-মার্কিণ জোটকেই সমর্থন করে চলেছে। তার প্রমাণ আগে অনেকবার মিললেও সম্প্রতি কোরিয়ার ব্যাপারে তা আরও দৃঢ় হোল যখন কংগ্রেসী সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্র পরিষদে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণাত্মক জাতি বলে মার্কিণের দালালী করতে কসুর করলে না। কাজেই নিরপেক্ষতার আড়ালে ভারত সরকার ইঙ্গমার্কিণ যুদ্ধ শিবিরের দিকেই ঢলে পড়েছে।

ভারতীয় জনতা ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ কোন দিনই বরদাস্ত করেনি—এক্ষেত্রেও করবে না। তাই যুদ্ধের প্ররোচক ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে শান্তিকামী প্রতিটি মানুষ শান্তির শিবির গড়বে। দেশের মানুষকে আজ শান্তির কথায় নয় শান্তির সংগ্রামে দুনিয়া জোড়া শান্তি সংগ্রামের অগ্রদূত সোভিয়েতের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে হবে। শান্তির শিবির শক্তিশালী হোক—যুদ্ধের প্ররোচকদের পরাজয় অনিবার্য্য।

কমন ওয়েলথের দাসত্বের সম্পর্ক ছিন্ন কর

সারা দুনিয়ায় যখন সাম্যের বিজয়নিশান এগিয়ে চলেছে তখন বৃটিশ নেতৃত্বে তার ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে নিয়ে কমনওয়েলথ তৈরী হল, যার উদ্দেশ্য সাম্যের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে জেহাদ ঘোষণা করা এবং এই উপনিবেশের বৃটিশ স্বার্থ যাতে একেবারেই নিঃশেষ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ভারত এই কমনওয়েলথ দেশগুলির নেতার মত। তাই মুখে স্বাধীন নীতির প্রচার করেও কমনওয়েলথের স্বীকার ছাড়া সে কোন নীতিই গ্রহণ করে না, করতে পারছে না। তাতে ভারতবাসীর যত ক্ষতিই হোক না কেন তাই কমনওয়েলথের বাধ্য হতে গিয়ে মূল্য হ্রাস করে জনতার ঘাড়ে দুর্মূল্যের বোঝা চাপিয়েছে, কলম্বো সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সাম্যবাদের প্রসার ঠেকাতে গিয়ে ফ্যাসীবাদী অত্যাচার চালিয়েছে, লণ্ডনের গোপন বৈঠক অনুসারে পুলিশখাতে খরচ বাড়িয়েছে। আর এদিকে টাকার অভাবে শিক্ষাখাতে খরচ কমিয়েছে অথচ পুলিশ ও সৈন্যখাতে খরচ বেড়েই চলেছে। কমনওয়েলথে থেকে ইংরেজ প্রীতির জন্যেই আজও এখানে মোটা মাইনেতে ইংরেজদের পোষা হচ্ছে, তাদের ব্যবসাগুলোকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। এক কথায় নেহেরু সরকার কমনওয়েলথের প্রেমে দেশ, জাতি ও জনতার চরম বলির আয়োজন করছে। কমনওয়েলথের সম্পর্ক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারত সরকারের দাসত্বের সম্পর্ক—তাই জনতা এই দাসত্বের সম্পর্ক মানবে না—একে ছিন্ন করবে।

এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধে নেহেরুর বিশ্বাসঘাতকতা

এতদিন পণ্ডিত নেহেরু এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের চেম্পিয়ন বলেই পরিচয় দিয়ে এসেছেন, কিন্তু আজ ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর কমনওয়েলথের দাসখত লিখে দিয়ে তিনি আজ এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেই দেখছেন। আর তাই পুঁজিবাদী বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট। নিরপেক্ষতার নামে যুদ্ধশিবিরে সে যোগ দিয়েছে বলেই, এশিয়ার সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ইঙ্গমার্কিণ জোটকে সমর্থন করে উত্তর কোরিয়ার মুক্তি ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সংগ্রামকে সে "বে আইনি"

হায়দ্রাবাদে কংগ্রেসী শাসনের রূপ

নিজাম পরিবারের জন্য বছরে সাত কোটি টাকা বরাদ্দ

সৈন্যবাহিনীর জন্য মাসে ১২ লাখ টাকা খরচ

চাষীকে জমি হতে উচ্ছেদ, স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার ঘরবাড়ীতে অগ্নি সংযোগ

কংগ্রেসী কর্ত্তারা কৃষকপ্রজা রাজের কথা বলে আর বাস্তবে সেই কৃষক প্রজাদেরই সর্ব্বনাশ করে যত রকমে পারে। হায়দরাবাদে যে নিজাম অসংখ্য প্রজার রক্তে হাত রাঙিয়েছে সেই নিজাম আজ নেহেরুপ্যাটেলের প্রাণের দোসর, সবচেয়ে বেশী স্বদেশ প্রেমিক। আর যে জনতা নিজের বুকের রক্ত ঢেলে নিজামশাহীর বিরুদ্ধে লড়েছিল তারাই আজ হয়ে পড়েছে দেশের শত্রু। ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী হায়দরাবাদে প্রবেশ করার আগে রাজাকার আর তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে খুব গরম গরম বক্তৃতা শোনা গিয়েছিল। আজ সে সব গরম কথা ও বড় বড় প্রতিশ্রুতি ছেঁদো কথায় পরিণত হয়েছে—রাজাকারদের দিয়েই হায়দরাবাদের কংগ্রেসী সরকার এখন প্রজাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে। ফলে প্রজারা আগে যে তিমিরে ছিল আজ সেই তিমিরেই আছে বরং কোন কোন বিষয়ে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। আর নিজাম গোষ্ঠির অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালই হয়েছে বলতে হবে। নিজামী করার সময় তাকে তবু ভাবনা চিন্তা করতে হত, কেমন করে প্রজা ঠেঙিয়ে, তাদের ঘরদোর জালিয়ে পুড়িয়ে রাজাকর বাহিনীদের দিয়ে তাদের পরিবারের স্ত্রীলোকদের ধর্ষণ করিয়ে টাকা আদায় করা যায়। আজ তাঁকে আর সে চিন্তা ও করতে হয় না; সে চিন্তা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব কংগ্রেসী সরকার নিয়েছে। আজ নিজাম হলো মহারাজ প্রমুখ, অর্থাৎ নেহেরু প্যাটেলের মনোনীত শাসক শাসনতান্ত্রিক প্রধান বসে বসে বছরে কয়েক কোটি টাকা করে মাসোহারা পাবেন। এর ওপরে আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয়—তার পরিমাণও বছরে কয়েক কোটি। তবুও তাতে কি নিজাম সাহেবদের মত গণ্যমান্য লোকদের চলে? Plain living and high thinkingনীতি এর উপদেষ্টা নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি হিসেবে নিজাম পরিবারের জন্য প্রতি বছর ৭ কোটি টাকা চিরকাল ধরে দিয়ে যাবার এক আইন বিধিবদ্ধ করার হুকুম দিয়েছেন। তার মধ্যে বেরারের যুবরাজের জন্য বছরে ১ কোটি ৮০ লাখ, তার দুই ছেলের জন্য ২ কোটি ১২ লাখ, রাজকুমারীর ৩০ লাখ, কুমার মোয়াজ্জাম সাহেবের ১ কোটি ৮০ লাখ, তাঁর স্ত্রীর ৩০ লাখ সাহাজাদা নবাব বাসালতের ৫০ লাখ (তাছাড়া অন্যান্যদের ৭ লাখের মত)।

এই গেল এক দিকের কথা। কংগ্রেসী নামে নিজামের যে রাজত্ব আজও আছে তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বিরাট সৈন্যের দরকার। কারণ তা না হলে জনসাধারণ ক্ষেপে উঠে তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে—আর তা করা স্বাভাবিক যেহেতু নিজামের অকথ্য অত্যাচারের কথা প্রজারা জীবন থাকতেও ভুলতেই পারে না। তাই মাসে মাসে ১২ লাখ টাকা করে খরচ করা হচ্ছে একমাত্র শুধু হায়দরাবাদের সৈন্যদের পেছনে। এর ওপরে আছে সাধারণ এবং সশস্ত্র(armed) পুলিশের জন্য খরচ। তাহলে দেখা গেল দেশ রক্ষার খাতে হায়দরাবাদের কংগ্রেসী অহিংস সরকার কি প্রচণ্ড খরচই না করছে।

(৬ষ্ঠ পৃঃ দেখুন)

'সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়' দাবীতে

আরাতে বিরাট কৃষক সমাবেশ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আরা (বিহার) ১৭ই জুলাই— ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের আরা জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ১৬ই জুলাই আরা জেলার কোলারামপুরে এক বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়। প্রায় ১০০০ কৃষক বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া এই সভায় যোগদান করেন। আরা জেলার প্রসিদ্ধ কৃষক নেতা এবং সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের আরা জেলা কমিটির সভ্য কমরেড রামবদন রায় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে কৃষককর্ম্মী কমরেড রাম ইঁদর রায় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বর্ত্তমান নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে কৃষকদের নিজেদের বাঁচার তাগিদেই আজ এই পার্টির পতাকাতলে যোগদান করিতে হইবে।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের আরা জেলা কমিটির নেতা কমরেড উমাশঙ্কর প্রসাদ কংগ্রেসী সরকারের পুঁজিবাদী নীতি ও জমিদারী প্রথাকে বাঁচাইয়া রাখার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা কৃষি সমস্যার সমাধানের জন্য অবিলম্বে জমিদারী প্রথার বিনা ক্ষতিপূরণে খতম হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কংগ্রেসী সরকার জমিদারী প্রথার অবসান করিবে না— তাহারা শুধু বিভিন্ন অজুহাত দেখাইয়া কৃষকশ্রেণীকে ভাওতা দিবার চেষ্টায় আছে। এই জন্য কৃষকশ্রেণীকেই সর্ব্বাগ্রে জমিদারী প্রথার অবসানের দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন স্থরু করিতে হইবে এবং এই আন্দোলনে সহরের শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের সাথে কৃষকশ্রেণীর ব্যাপকতর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় সংগঠক কমরেড প্রীতীশ চন্দ সভার প্রধান বক্তা হিসাবে ভারতের কৃষিতে শ্রেণীবিন্যাস ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন অনিবার্য্যভাবে ভারতের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপ লইবে। এই আন্দোলনে গরীব কৃষককে গ্রামের ভূমীহীন ক্ষেত-মজুরদের সাথে একযোগে চলিতে হইবে। ক্ষেত-মজুরদের নিজেদের রুজি রুটির আন্দোলন জোরদার করিবার জন্য ক্ষেত মজুর ফেডারেশন গঠন করিবার আহ্বান করেন। কোরিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কমরেড চন্দ বলেন যে উত্তর কোরিয়ার পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিকের নেতৃত্বে সমগ্র কোরিয়ার ঐক্য এবং সাম্রাজ্যবাদীর দালাল রি সরকারের উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক কোরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য কোরিয়ার জনসাধারণ সংগ্রাম করিতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা তার সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিয়া করিয়ার সরকারকে সাহায্য করিতেছে এবং এশিয়ায় যুদ্ধ ঘাঁটি দৃঢ় রাখিবার জন্য কোরিয়ার সমগ্র অভিযান স্থরু করিয়াছে। ইউ এন ও নির্লজ্জভাবে আমেরিকার আক্রমণাত্মক নীতির সমর্থন করিতেছে। ভারতের জনসাধারণের অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল মানুষের সাথে একযোগে এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইবে—এবং দাবী করিতে হইবে যে আমেরিকার কোরিয়া হইতে সৈন্য অবিলম্বে অপসারণ করিতে হইবে।

কমরেড রামবদন রায় তাঁহার ভাষণে ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী পার্টি বিশেষ করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির এবং সোসালিষ্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া ঘোষণা করেন যে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারই সঠিক পথ দেখাইয়া কৃষক শ্রেণীকে মুক্তির পথ দেখাইতে পারে—কমরেড সভাপতি কৃষকদের দলে দলে সংযুক্ত কৃষক সভায় যোগ দিতে আহ্বান করেন।

সভায় বিভিন্ন শ্লোগানের সাথে 'সাম্রাজ্যবাদই কোরিয়া ছাড়' ধ্বনির সাথে সভা অধিক রাত্রে ভঙ্গ হয়।

হায়দারাবাদে কংগ্রেসী অত্যাচারের নমুনা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেশরক্ষার জন্য যেখানে এত মোটা টাকা খরচ হচ্ছে সেখানে দেশশাসন কেমন হচ্ছে তার পরিচয় নেওয়া অন্যায় নয়। শাসন সেখানে চুটিয়ে হচ্ছে। দু এক টুকরো থেকেই তার প্রমাণ মিলবে। এই বছরের ১৩ই জুন তারিখে দুইজন বন্দুকধারী সেপাই মত্ত অবস্থায় কেশরা গ্রামে আসে এবং দুজন স্ত্রীলোকের বাড়ীতে জোর করে প্রবেশ করে। তার পর তারা তাদের কাছে টাকা চায় এবং টাকা দিতে না পারলে তাদের ওপর জুলুম চালান হবে বলে ভয় দেখায়। স্ত্রীলোক দুজনের মধ্যে একজন টাকা নেই বলে বর্ব্বরভাবে বয়স্থা স্ত্রীলোকটিকে তারা মারে এবং তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কটির ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে চেষ্টা করে। গোলমালে আশপাশের মেয়েরা বেরিয়ে এলে তাদেরও বেদম প্রহার দেওয়া হয় এবং সব কিছু তছ্নাচ করে ছ টকা নিয়ে চলে যায়। এই হল এক খাতের অত্যাচার। অত্যাচার করার আগে সমস্ত পুরুষদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় থানায় তারপর মেয়েদের ওপর চলে অত্যাচার। পুরুষের ওপর জুলুমের ধারাটা আবার অন্যরকম। গুলি করে মারা ছাড়াও তাদের সামনে তাদের পরিবারের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা হয়। এই মানসিক শাস্তি ছাড়াও চলে দৈহিক অত্যাচার। যেমন—২৬শে এপ্রিল সকাল ৭টা ৮টার সময় বানজারা গ্রামে ১০।১২ জন অস্ত্রশস্ত্র ধারী স্পেশাল আর্ম্মড পুলিশ প্রবেশ করে। তারা প্রত্যেক বাড়ীতে ঢুকে পুরুষদের বেপরোয়া মার ধোর করে তাদের আলাদা করে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাদের বেঁকে নিজের নিজের পায়ের আঙ্গুল ধরতে বাধ্য করান হয়। এই অবস্থায় তাদের ওপর চলে নির্বিচারে চাবুক, লাথি আর বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো। এই সকল পুরুষদের বাড়ীর মেয়েদের বুকে বন্দুকের গুঁতো মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়। তারপর আছে জমি থেকে উৎখাত। ঐ বানজারা গ্রামের চাষীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করা হয়। যারা আদেশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের জিনিষপত্র সরিয়ে না নিতে পেরেছেন তাদের ঘর দোর জ্বালিয়েও দেওয়া হয়। এর ওপরও ২ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা করা হয় তাদের।

এই যে সব ঘটনা বলা হল, তা নিরপেক্ষ সাংবাদিক ডাঃ মিত্রপালের রিপোর্ট অনুযায়ী। কংগ্রেসী সরকার গণতন্ত্রের কথা বলে এবং অন্যান্য দেশে Iron curtain আছে বলে খুব চেঁচামেচি করে থাকে। অথচ হায়দরাবাদের ভেতরে কি হচ্ছে তা খবরের কাগজের মারফৎ জনসমক্ষে প্রচার করার কথা যখন কয়েকজন সাংবাদিক বলেন এবং সেই অনুযায়ী সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন এখন তাঁদের সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না। প্যাটেলজীর দেশীয় রাজ্যে রক্তপাত-হীন বিপ্লবের যে কত দাম তা প্রতিটি দেশীয় রাজ্যের প্রজারাই প্রাণভরে টের পাচ্ছে। তবে একথা ঠিক এধরণের অত্যাচার করে জনসাধারণের আন্দোলনকে কোথাও কখনও চিরকালের জন্য ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি এবং ভারতবর্ষেও হবে না। জনতা জনরাষ্ট্র গড়বেই গড়বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে চুরমার করে। আর সে সময় এই সমস্ত অত্যাচারী শোষকদের—নিজাম ও তাঁর বন্ধু রক্ষক নেহেরু ও প্যাটেল চক্রকে জনতা ক্ষমা করবে না। তখনই এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হবে। তার প্রস্তুতির আহ্বান দিকে দিকে বাজছে।

আগষ্ট বিপ্লব দিবসে জনসভা

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উদাত্ত আহ্বান

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্র ও সভা

৯ই আগষ্ট সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র বুরো, গণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ, গণতান্ত্রিক ছাত্রী সঙ্ঘ ও প্রগতিশীল ছাত্র ব্লকের উদ্যোগে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন-চিত্ত বসু। সভায় আরতি সেন, নৃপেন সান্যাল, সুকোমল দাশ গুপ্ত, মৃণাল রায় প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন।

সভায়—ঐতিহাসিক ৯ই আগষ্ট দিবসের তাৎপর্য্য, বহরামপুরের ভুখা মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ্জের প্রতিবাদ করে ও শিক্ষা সংকোচনীতির বিরোধীতা করে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মনসাতলা পার্কে ৯ই আগষ্ট শ্রমিক সভা

৯ই আগষ্ট দিবস উপলক্ষে সংযুক্ত সমাজবাদী সভার উদ্যোগে খিদিরপুর মনসাতলা পার্কে একটী জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সভ্য কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জি।

সভায়—বলশেভিক পার্টির সম্পাদক মহিম, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পূর্ণদেও সিং, কমলেশ সুর, অরুণ চ্যাটার্জি প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন।

সভায় কোরিয়া, উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে দুইটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

'শিক্ষা সঙ্কোচ বিরোধী কমিটি'

গত ৭ই আগষ্ট সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র বুরো, প্রগতিশীল ছাত্র ব্লক, গণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ, গণতান্ত্রিক ছাত্রী সঙ্ঘ, ভ্যানগার্ড ষ্টুডেণ্টস উইঙ ও বলশেভিক পার্টি ছাত্র ব্যুরোর প্রতিনিধিদের লইয়া "শিক্ষা সঙ্কোচ বিরোধী" কমিটি নামক একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরোর প্রতিনিধি [illegible] নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। এই কমিটি সম্প্রতি ইণ্টারমিডিয়েট ও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় [illegible] উপর ও বিভিন্ন দিক হইতে ছাত্রদের শিক্ষা সঙ্কোচ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছে

১৫ই আগষ্টের মেকী স্বাধীনতা দিবসে 'গণদাবী' সংখ্যা চার পৃষ্ঠা বাহির হইল। পরবর্ত্তি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার গণদাবী

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।